কলিকাতা হাইকোর্ট

সম্মাননীয় বিচারপতি: **সিদ্ধার্থ রায় চৌধুরি, বিচারপতি।**

ফার্মা ট্রেডার্স বনাম জগদীশ চন্দ্র গুপ্ত

2011 সালের সিআরআর-938, ২৪.৪.২০২৩এ নিষ্পন্ন।

নেগোশিয়েবল ইন্সট্রুমেন্টস অ্যাক্ট (1881 সালের 26) ধারা ১৩৮,ধারা ১৪১- কর্তব্যহেতু অভিযুক্তের ব্যাঙ্ককে দেওয়া চেক টাকা না থাকায় ফেরত -- চেকদাতা চেক দেওয়ার পরে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করেছেন -- আইনের ৫৬ ধারা অনুসারে, আংশিক অর্থপ্রদানকে উপকরণের উপর অনুমোদন করতে হবে যাতে তা ব্যালেন্সের জন্য আলোচনা করা যায় -- আইনের অধীনে নির্ধারিত বিধিবদ্ধ আদেশের সাথে সামঞ্জস্য রেখে কোনও পদক্ষেপের অনুপস্থিতি -- ব্যাঙ্কের মাধ্যমে চেক উপস্থাপনের আগে আংশিক অর্থ প্রদান করা হয়েছিল -- পুরো চেকের পরিমাণকে আইনত প্রয়োগযোগ্য ঋণ বলা যায় না -- দোষী সাব্যস্ত করা খারিজ।

(৫,৭,৮ অনুচ্ছেদ)

উল্লিখিত মামলাঃ **কালানুক্রমিক অনুচ্ছেদ**

এ আই আর 2022 এসসি 4961: এ আই আর 2022 এসসি 486 অনুচ্ছেদ নং (5)

আইনজীবীদের নাম

আবেদনকারী পক্ষে অয়ন ভট্টাচার্য, পি. কে. খান, শুভজিৎ মান্না, সোমদেব আশ, শৌনক মণ্ডল;

প্রতিবাদী পক্ষে বি কে রায়।

1. **আদেশঃ- এই** ফৌজদারি সংশোধনী হল আবেদনকারীদের অসন্তোষের প্রকাশ, যাঁদের কলিকাতার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের ১২নং বিজ্ঞ আদালত এন আই আইনের ১৩৮/১৪১ ধারায় অপরাধ করার জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছে। কলিকাতা বিচার ভবনের ১ নং ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ উক্ত আদেশটি সুনিশ্চিত করেছেন।

2. সংক্ষেপে বললে, অভিযোগকারী প্রিমিয়ার মেডিকেল সাপ্লাই অ্যান্ড স্টোর এন আই আইনের 138 ধারার অধীনে অভিযোগ দায়ের করেছে কলিকাতার প্রধান মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে যা পরবর্তীকালে কলিকাতার প্রধান

মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের দ্বাদশ আদালত দ্বারা নিষ্পত্তি করা হয়েছিল।অভিযোগকারীর পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছিল যে একটি চেক জারি করা হয়েছিল মেসার্স ফার্মা ট্রেডার্স নামক একটি অংশীদারী সংস্থা দ্বারা, প্রিমিয়ার মেডিকেল সাপ্লাই এবং স্টোরের প্রতি তাদের কর্তব্য হেতু। 6, 54,310.55/- টাকার একটি চেক -- ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সন্তোষপুর শাখা, কলকাতা-700032-এর, চেক নং 1995 সালের 29শে মার্চ তারিখে 014124 -- যা চেকগ্রহীতা দ্বারা ব্যাঙ্ককে দেওয়া হলে তহবিলের অভাবে ফেরত হয়েছিল।একটি বিধিবদ্ধ নোটিশ দিয়ে এই বিষয়টি চেকদাতার নজরে আনা হয়েছিল এবং চেকের অঙ্কটি দিতে বলা হয়েছিল, যা পালিত না হওয়ায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

3. নথিভুক্ত প্রমাণ বিবেচনা করার পর বিজ্ঞ ট্রায়াল কোর্ট 2007 সালের 28শে সেপ্টেম্বর অভিযোগ মামলার নিষ্পত্তি করে এবং দোষী সাব্যস্ত করার আদেশ নথিভুক্ত করে।উক্ত রায় এবং দোষী সাব্যস্ত করার আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে ফৌজদারি আপিল নং 2007 সালের 100 -এ আবেদন করা হয়েছিল এবং বিজ্ঞ আপিল আদালত 2008 সালের 10ই জুন তারিখের রায়ের মাধ্যমে বিজ্ঞ ট্রায়াল আদালতকে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের দ্বারা প্রদত্ত অর্থ প্রদানের বিষয়টি মাথায় রেখে বিজ্ঞ ট্রায়াল আদালত কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ পুনর্বিবেচনার জন্য বিজ্ঞ ট্রায়াল আদালতকে রায়টি পুনর্লিখন করার নির্দেশ দিয়ে মামলাটি ফিরিয়ে দেয়।আপিল আদালতের নির্দেশের সাথে সঙ্গতি রেখে, বিজ্ঞ ট্রায়াল আদালত নিম্নলিখিত বিষয়টি বিবেচনা করে অভিযোগের মামলাটি নিষ্পত্তি করেঃ "..... এবং এটাও দেখা যাচ্ছে যে ডি ডব্লু ১ তার প্রতিজেরার সময়ে স্বীকার করেন যে বর্তমান মামলায় প্রদর্শ ৯ হিসেবে চিহ্নিত রসিদগুলির টাকা তিনি মেটাননি"।

বিচার্য রায়টি দেবার সময়ে আপিল আদালত এটিকে বিবেচনার বিষয় হিসাবে বিবেচনা করেনি।বিজ্ঞ আপিল কোর্টের মতে, বিজ্ঞ ট্রায়াল কোর্টের বিচার্য বিষয় ছিল চেকের ফেরত যাওয়া এবং চেকের টাকার অঙ্ক।বলা হয়েছে যে :_

"এটা হতে পারে যে বকেয়া দায় হেরফের হতে পারে কিন্তু তা বিবেচ্য নয়।এটা সুনিশ্চিত যে ডিমান্ড নোটিশ অবশ্যই চেকে লেখা সঠিক পরিমাণের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।বিজ্ঞ ট্রায়াল কোর্ট উপরোক্ত পর্যবেক্ষণের সহ বিচার্য আদেশটি পাস করে।শ্রী অয়ন ভট্টাচার্য পেশ করেছেন যে বিজ্ঞ আপিল আদালত এন আই আইনের 56 ধারায় নির্ধারিত বিধিবদ্ধ আদেশের অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়েছে। তার মতে, এন আই আইনের 138 ধারার অধীনে বিচারপ্রক্রিয়া চলতে পারে

যদি কোনও ব্যক্তির দ্বারা সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে কোনও ঋণ বা অন্য কোনও দায় পরিশোধের জন্য দেওয়া চেক বিধিবদ্ধ কারণে ব্যাঙ্ক ফেরত দেয়।

4. চেক অবশ্যই সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে কোনও ঋণ বা অন্যান্য দায় পরিশোধের জন্য জারি করতে হবে।এখানে স্বীকার্য, চেক দেওয়ার পরে, চেকদাতা একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করেছিলেন।বিচার্য রায় থেকে প্রতীয়মান হয় যে, চেকদাতা ৬০৩৬.৮৩/- টাকা ৩রা এপ্রিল ১৯৯৫ তারিখে ৩৫৩৭ নং বিল বাবদ প্রদান করেছিলেন।1995 সালের 29শে মার্চ চেকটি দেওয়ার পরে এবং 1995 সালের 24শে এপ্রিল তা ফেরত হওয়ার আগে।শ্রী ভট্টাচার্যের মতে, এই বিষয়টি স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করে যে, চেকটি ব্যাঙ্কের মাধ্যমে জমা দেওয়ার আগে আংশিক অর্থ প্রদান করা হয়েছিল।এই আংশিক অর্থপ্রদান স্পষ্টতই অভিযুক্ত ব্যক্তির কাঁধ থেকে দায়বদ্ধতার পরিমাণ হ্রাস করে।সুতরাং বিজ্ঞ আপিল আদালতের এই ধারণার কোনও কারণ ছিল না যে, চেকটি সম্পূর্ণ বা আংশিক দায় মেটানোর জন্য চেকদাতা দ্বারা জারি করা হয়েছিল।

5. প্রকৃতপক্ষে চেকের অঙ্ক চেকগ্রহীতাকে দেওয়ার কথা ছিল না।এন আই আইনের ধারা 56-এর বিধানটি হল যে আংশিক অর্থপ্রদানের একটি বয়ান উপকরণের উপর অনুমোদন করা প্রয়োজন যাতে তা বকেয়া অংশের জন্য আলোচনা করা যায়।এন আই আইনের ধারা 56-এর অধীনে নির্ধারিত বিধিবদ্ধ আদেশের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কোনও পদক্ষেপের অভাবে আলোচ্য মামলাটির গোড়ায় গলদ রয়ে যাচ্ছে। অতএব, এটি বাতিলযোগ্য।

তাঁর যুক্তির সমর্থনে শ্রী ভট্টাচার্য দশরথভাই ত্রিকমভাই প্যাটেল বনাম হিতেশ মহেন্দ্রভাই প্যাটেল এবং অন্যজন মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায়ের উপর নির্ভর করেন যা 2022 (14) স্কেল 623-এ প্রকাশিত।(এ. আই. আর 2022 এস. সি 4961) যেখানে মহামান্য শীর্ষ আদালত বলেন এন আই আইনের 138 **ধারার অধীনে অপরাধ হিসেবে** গণ্য হতে **গেলে ফেরত হওয়া চেকটিকে** অবশ্যই মেয়াদ পূর্ণ হবার তারিখে বা উপস্থাপনার তারিখে কোন আইনত বলবৎযোগ্য ঋণ পরিশোধ করতে হবে।

6. এন আই আইনের ধারা 56 ধারায় বলা হয়েছেঃ_

"56।বকেয়া অর্থের অংশের জন্য অনুমোদন- আলাপ-আলোচনার উদ্দেশ্যে কোনও আলোচনাযোগ্য নথিতে কোনও লেখা বৈধ নয় যদি এই ধরনের লেখার

উদ্দেশ্য নথিতে বকেয়া বলে মনে হওয়া পরিমাণের একটি অংশ হস্তান্তর করা হয়; কিন্তু যেখানে এই পরিমাণ আংশিকভাবে প্রদান করা হয়েছে সেখানে সেই বিষয়ে একটি নোট নথিতে জমা করা যেতে পারে, যা নিয়ে পরে বকেয়া অংশের জন্য আলোচনা করা যেতে পারে।

7. যেহেতু ঋণ পরিশোধের পরে এবং চেকটি ভাঙানোর আগে আংশিক পরিশোধ করা হয়েছে, তাই পুরো চেকের পরিমাণ আইনত প্রয়োগযোগ্য ঋণ বলা যায় না।সুতরাং চেক ফেরত হওয়ায় অভিযুক্ত ব্যক্তিরা এন আই আইনের138 ধারার প্রেক্ষিতে কোনও অপরাধ করেছেন বলে বলা যায় না।

8. এই পরিস্থিতিতে আমি মনে করি যে বিজ্ঞ আপিল আদালত এন আই আইনের 56-ধারার পরিপ্রেক্ষিতে বিজ্ঞ ট্রায়াল আদালত কর্তৃক প্রদত্ত দোষী সাব্যস্তকরণের আদেশকে সমর্থন করে যে রায় দিয়েছে তা যুক্তিযুক্ত নয়।

9. অতএব, বিচার্য রায়টি বাতিল হওয়ার যোগ্য।তবে, এই রায় আদালতে অভিযোগকারী/বিরোধী পক্ষের ঋণ পুনরুদ্ধারের জন্য আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী কোনও ব্যবস্থা নেবার অন্তরায় নয়।

10. এই পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ফৌজদারি পুনর্বিবেচনার মামলাটির নিষ্পত্তি করা হল।

11. এই রায়ের একটি অনুলিপি তথ্য এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের জন্য বিজ্ঞ ট্রায়াল আদালতে পাঠানো হোক।

12. এই রায়ের জরুরি প্রত্যয়িত অনুলিপি, যদি আবেদন করা হয়, প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা পালনের পরে উভয়পক্ষকে দেওয়া হোক।

সেই অনুযায়ী আদেশ

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.